বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

এবং

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮

বিজিবি'র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর)
(Overview of the Performance of BGB)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

১। **বিজিবি'র আধুনিক বর্ডার ম্যানেজমেন্ট**। বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর্গম সীমান্ত এলাকার সাথে দেশের সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন গগল্‌স সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে টহল তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্চ লাইটের ব্যবহার এবং চোরাচালান প্রবণ সীমান্ত এলাকায় প্রতিটি বিওপিতে মটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। অধিক চোরাচালান প্রবন যশোর জেলার পুটখালী ও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্ত অঞ্চলের কিছু অংশে নিছিদ্র নজরদারি প্রতিষ্ঠা এবং চোরাচালান প্রতিরোধ কল্পে অত্যাধুনিক Border Control and Surveillance System স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া CDR Analysis System Software (মোবাইল ট্রাকিং) ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকায় অপরাধীদেরকে দ্রুত সনাক্ত করে তার সাথে জড়িত অন্যান্যদেরকেও সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

২। **বর্ডার আউট পোষ্ট (BOP) এবং বর্ডার সেন্ট্রি পোষ্ট (BSP) নির্মাণ এবং অরক্ষিত সীমান্তকে সুরক্ষিত করা**। বিজিবি পুনর্গঠনের আওতায় সীমান্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ১৫টি 'সাইক্লোন শেল্টার' টাইপ BOP, ৭৫টি 'এ' টাইপ BOP এবং ১২৮টি BSP নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও নতুন ৬০টি 'এ' টাইপ BOP এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে যার মধ্যে ৪০টি BOP এর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ও ২০টি BOP এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০টি 'প্রি-ফেব্রিকেটেড শেল্টার' টাইপ BOP এর নির্মাণ কাজও চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের নীলডুমুরস্থ কাঁচিকাটায় ও আঠারবেকীতে ০২টি ভাসমান BOP নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসকল BOP নির্মাণের ফলে নদী-সীমান্ত এলাকায় দক্ষতার সাথে বিজিবি সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা অনুমোদনের পর হতে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে ইতিমধ্যে ০৪টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন ও ৫৮টি বিওপি সৃজনের মাধ্যমে ৫৩৯ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ৩৮৩ কিঃ মিঃ সীমান্ত ইতিমধ্যে নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে।

৩। **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন**। বিজিবি জনগনের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আন্তঃ রাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ দম এবং প্রত্যক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। গত ০৩ বছরে মোট ৫৭৮৬ প্লাটুন বিজিবি দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় মোতায়েন করা হয়েছে।

৪। **নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি মোতায়েন**। বিজিবি বিভিন্ন নির্বাচনে আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। গত ০৩ বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে মোট ৪২৯৪১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

৫। **চোরাচালান প্রতিরোধে সফলতা**। বিজিবি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন সীমান্তে বিশেষ অভিযান এবং টহল পরিচালনা করে জানুয়ারি ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৩৭৯,১১,২৫,৬৩১/- টাকার চেরাচালানী মালামাল এবং ৯২৪,২৯,৬৯,৩৯১/- টাকার মাদক দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

৬। **মানব পাচার প্রতিরোধে সফলতা**। বিজিবি দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মানব পাচার প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে গত জানুয়ারি ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২২২৮ জন নারী ও শিশুকে উদ্ধার এবং ৪১ জন পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

৭। **অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার**। বিজিবি সমগ্র বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে গত জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩৯৭টি অস্ত্র ও ৫,১২৬ রাউন্ড গুলি, ০৮টি গ্রেনেড, ৮৬টি বোম্ব, ৩৯ কেজি এক্সপ্লোসিভ, ৯৪টি ককটেল, ২১৮ টি ম্যাগাজিন এবং ৪৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

৮। **ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলীয় ভূমি মীমাংসা**। ভারত কর্তৃক ল্যান্ড বাউন্ডারী এ্যগ্রিমেন্ট- ১৯৭৪ র‍্যাটিফিকেশন ও ২০১১ প্রাটোকল এর আলোকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপদখলীয় ভূমি ও ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি ৬.৫ কিঃমিঃ অচিহ্নিত সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীমান্ত পিলার নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ঐ সকল এলাকায় অপদখলীয় জমি, ছিটমহল বিনিময় ও বাংলাদেশী নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তায় বিজিবি'র কঠোর নজরদারীত্ব রয়েছে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।